SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-4, (Oct-Dec) 2025

ভারতীয় মননে ধর্মরহস্য

Indrani Mandal
Assistant Professor of Sanskrit,
Krishnagar Women's College, Nadia, West Bengal, India
Email: indranimandal558@gmail.com

Abstract: ভারতীয় মনন ধারায় ইংরেজী শব্দ 'History' অর্থে 'ইতিহাস' শব্দ প্রযোজ্য হয় না, তেমনি ইংরেজি 'Philosophy' অর্থে 'দর্শন' শব্দ ও 'Religion' অর্থে ধর্ম শব্দও প্রযোজ্য হয় না, এমনকি 'Nationalism' অর্থে ভারতীয়দের জাতীয়ত্বও বোঝায় না। যদিও ভারতবর্ষের সন্ততি অর্থাৎ ভারতী হয়েও ভারতীয় মনন ধারায় ধর্ম দর্শন ইতিহাস জাতীয়ত্ব হিন্দুত্ব ভারতীয়ত্ব যথাযথ মনন চিন্তন না করেই আরব সাম্রাজ্যবাদ পাশ্চাত্য খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যবাদ বামৈল্লামিক অপসংস্কৃতির বুনিয়াদে অপব্যাখ্যার ফাঁদে তথাকথিত অধিকাংশ যুবসমাজের চিন্তন মনন নিবন্ধীকরণ হয়ে আছে। তারফল স্বরূপ স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরও ভারতীদের যে স্বতন্ত্রতা আত্মশক্তিতে ভরপুর অন্তর্মুখী পরমাত্মামুখী বিবর্তনশীল অনুসন্ধিৎসামূলক সৃজনশীল দেবত্বস্বরূপ মুক্তমনন তা যেন আজও পরাধীনতার নাগপাশে তামসিকতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় মনন ধারায় ধর্ম দর্শন ইতিহাস জাতীয়ত্ব হিন্দুত্বের মূল ভিত্তি বিনাশশীল কোন জড় বস্তু নয় বরং এক অখণ্ড সর্বব্যাপী চিরন্তন চেতন আধার।

Keywords: ধর্ম, বিবর্তন, শাস্ত্র, কর্তব্য, জ্ঞান, আত্মা, ভারতী

সর্বব্যাপী চিরস্থায়ী চেতন আধারকে উপজীব্য করেই ভারতের সন্ততিরা ধর্ম দর্শন ইতিহাস জাতীয়ত্ব হিন্দুত্ব ইত্যাদি তত্ত্ব বিদ্যা কৌশল প্রভৃতির অনুসন্ধানে গবেষণায় বিচারে রত হয়েছেন। তাই চেতন আধারে আধারিত দ্রষ্টাস্বরূপ ভারতীদের দ্বারা আবিষ্কৃত অনুভবলব্ধ চিরন্তনজ্ঞানলব্ধ তত্ত্ব বিদ্যা কৌশল রণনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি ইত্যাদির কালজয়ী চিরন্তন চিরনতুন সার্বজনীন সর্বকল্যাণমুখী সর্বব্যাপী গ্রহণ যোগ্যতা যেমন রয়েছে আবার ভারতীদের ধর্ম ইতিহাস দর্শন হিন্দুত্ব জাতীয়ত্ব যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান পরম্পরার যথাযথ ধারণা গবেষণা বিচারের জন্য অন্তর্মুখী গভীর থেকে গভীরতর গহনগভীরে অন্বেষণে চেতন পরমাত্মাস্বরূপ পূর্ণতাস্বরূপ ধর্ম ভাবনার রহস্য উন্মোচন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে স্ব অনুভবে মননে। আর এই অখণ্ড সর্বব্যাপী পূর্ণতাস্বরূপ চেতন ধর্ম রহস্য উন্মোচনের এক গবেষণাগার এই ভারতবর্ষ আর এই গবেষণাগারে নিরন্তর সুগভীর একাগ্রতার সঙ্গে ভারতীদের অন্তর্মুখী মনন সর্বব্যাপী অবিনাশী চেতন সত্যের গবেষণায় রত থেকে মানবকল্যাণমুখী বিবিধ জ্ঞান বিজ্ঞানের রহস্য উন্মোচিত হয়েছে স্বতন্ত্রতা স্বশক্তিতে। বলাবাহুল্য প্রতিগৃহে পাড়ায় পাড়ায় এই গবেষণাগার ছিল। ভারতীদের এই গবেষণাগার যজ্ঞকুণ্ড হোমকুণ্ড দেবালয় মন্দির উপাসনালয় গুরুগৃহ পাঠশালা ইত্যাদি নামে পরিচিতি পেয়েছে। এইসকল গবেষণাগার চেতন আধারে আধারিত হয়ে সদা সর্বদা অখণ্ড সর্বব্যাপী চিন্ময়ী শক্তির অনুসন্ধানে লিপ্ত থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিবিধ বিষয় উন্মোচনের মধ্যে দিয়ে মনুষ্যত্ব জীবনের বিবর্তনের অন্তিম পূর্ণতার মাত্রায় প্রাণ প্রতিষ্ঠার কার্যকলাপ চালাত। ভারতের সন্ততিরা অন্তর্মুখী সর্বব্যাপী অবিনাশী পরমাত্মা স্বরূপ চেতনের দিকে ঝুঁকেছে জীবনের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মনুষ্যত্বের যে অনন্ত পূর্ণতাস্বরূপ উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে তার জাগরণ নিমিত্ত। তাই তাঁরা এমন ভাবে যজ্ঞকুণ্ড হোমকুণ্ড মন্দির দেবগৃহ দেববিগ্রহ বাসস্থান নির্মাণের কৌশল আবিষ্কার করেছেন যেখানে অবস্থান করে জীবনের বিবর্তনের উচ্চতর সম্ভাবনাকে সহজে তড়ান্বিত করা সম্ভব হয় তেমনি আহার আচার-অনুষ্ঠান সংস্কৃতি পারিবারিক বৈবাহিক সামাজিক নিয়ম নীতি শাসন পদ্ধতি খাদ্যাভ্যাস কর্তব্য স্বধর্ম

এমনকি মৃত্যু সবকিছুরই এমন কাঠামো পদ্ধতি উপায় আবিষ্কার করেছেন যাতে চেতনমুখী জীবনের বিবর্তনের পথ অনন্ত পূর্ণতাস্বরূপ সম্ভাবনায় অতি সহজে তড়ান্বিত করা সম্ভব হয়। আজ ভারতবর্ষে সরকারী কর্মচারী রবিবার ছুটি উপভোগ করে কিন্তু একটা সময় আরবসাম্রাজ্যবাদের আগে পর্যন্তও স্ব স্ব কার্যে কর্তব্যরত কর্মচারীরা পূর্ণিমা আমাবস্যা তিথিতে স্ব কর্ম থেকে বিরত থাকত কারণ ঐ দিনগুলিতে প্রাকৃতিক ভাবে জীবনের বিবর্তনের উচ্চতর মাত্রা বা সম্ভাবনায় সহজে উত্তরণ সম্ভব হয় সেই কারণে ঐ দিনগুলিতে দেবালয়ে অথবা মন্দিরে অথবা নিজগৃহে স্ব স্ব ইষ্ট দেবতার সম্মুখে বসে জীবনের বিবর্তনের উচ্চতর সম্ভাবনায় মনোনিবেশ করতেন। জীবনের বিবর্তনের এই পথকে বলা হয় ধর্মপথ যা রাজপথও বটে। জীবনের জীবনস্বরূপ আত্মা রূপ ধর্ম রহস্য উন্মোচনের বিবিধ উপায় সাধন পদ্ধতি এই ভারতভূমিতে আবিস্কৃত ও বিচারিত হয়েছে। আর সেই চেতনমুখী জীবনের জীবনস্বরূপ কেন্দ্রিক বিবর্তনের প্রতিকূল বিরোধী যা কিছু সবই ধর্মহীন অর্থাৎ অধর্ম বলে পরিগণিত হয়েছে। ভারতের নিজস্ব যা কিছু সবই চেতনমুখী জীবনের জীবন স্বরূপ চেতনরূপ ধর্মকেন্দ্রিক। অথচ আরব সাম্রাজ্যবাদের এবং পাশ্চাত্য খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যবাদের 'God' অর্থে ভগবান বিশ্বাসী 'Religion' এর দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় মনন ধারায় বিচারিত অনুসন্ধিৎসা মূলক গবেষণালব্ধ সাক্ষাৎ অনুভবে অনুভাবিত পুরুষার্থ স্বরূপ সর্বব্যাপী চেতন অবিনাশী আত্মা কেন্দ্রিক ধর্মকে ব্যাখা করার অপচেষ্টা দীর্ঘসময় ধরে ভারতবর্ষে হয়ে এসেছে এবং হচ্ছে। শুধুমাত্র জড়বুদ্ধি নির্ভর বামৈস্লামিক সংগঠন গুলি মূলতঃ আরব সাম্রাজ্যবাদ ও পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক যে Religion, সেই ভাবধারাকে মাথায় রেখে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজা উড়িয়ে পুরুষার্থ স্বরূপ ভারতীয় মনন ধারায় বিচারিত চেতনমুখী জীবনের জীবনস্বরূপ এবং সেই চেতনমুখী জীবনের বিবর্তনের উচ্চতর সম্ভাবনার কাণ্ডারী যে সত্য সনাতন সর্বব্যাপী চিৎ অস্তিত্ব তা অনুভব ও পর্যবেক্ষণ নিমিত্ত যে সব সাধন পদ্ধতি উপায় হাতিয়ার ও প্রমাণ স্বরূপ শাস্ত্রসমূহ তার প্রতি বিশ্রদ্ধা ও ভারতীদের ধর্ম মনন অনুসন্ধিৎসাকে বিবিধ উপায়ে কলূষিত করতে সক্ষম হয়েছে এই কারণেই আমরা ভারতবর্ষের সন্ততি অর্থাৎ ভারতী বটে কিন্তু চেতনমুখী বিবর্তনের যাত্রাপথ অর্থাৎ ধর্মপথ থেকে সরে গিয়ে জড়বস্তুর অধীনস্থ হয়ে তামসিকতার অন্ধকারে চলছি অর্থাৎ ভারতীয় মনন ধারায় বিচারিত গবেষিত প্রমাণিত সাক্ষাৎ অনুভবে অনুভাবিত পুরুষার্থ স্বরূপ সর্বব্যাপী চিৎ রূপ ধর্মকে বিশ্বাসে ভক্তিতে শ্রবণে মননে নিদিধ্যাসনে অনুসন্ধানরত বা অভ্যাসরত না থাকার দরুণ। তাছাড়া আমরা যদি ধর্মপ্রাণ হয়ে জীবনের বিবর্তনের উর্ধ্ব অনন্ত সর্বব্যাপী সম্ভাবনাকে অনুসন্ধানে মননে রত না হই তাহলে জীবনের বিবর্তন সম্ভব নয় এবং জীবনের জীবন স্বরূপ পূর্ণতার মাত্রাকে কখনই সাক্ষাৎ অনুভব ও পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে না, অমৃতের পুত্র (সন্তান) হয়েও ছায়া শীতল শান্তির অসীম নিরালয় থেকে বঞ্চিত হব। এটা তো সত্যি প্রযুক্তির নব নব উন্নতিতে অজস্র জড়বস্তু সংগ্রহ করছি বটে কিন্তু তা কেবলমাত্র আমাদের জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিচ্ছে বটে কিন্তু জীবনের বিবর্তন-পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় না। এই বিষয়ে ভারতের সন্ততিদের স্পষ্ট ধারণা থাকায় তারা বাহ্য জড় বস্তুকে এমনভাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে গ্রহণ করত সেগুলো তাদের জীবনের বিবর্তনের উচ্চতর সম্ভাবনাকে তড়ান্বিত করতে সক্ষম হয় এবং প্রয়োজনীয় গ্রহণীয় জড়বস্তুসমূহে আসক্তির বশবতী হয়ে চেতনমুখী জীবনের বিবর্তনের উচ্চতর সম্ভাবনা যাতে নিম্নগামী না হয় অর্থাৎ জড় বুদ্ধি জড় মন জড় শরীর এবং তাদের প্রয়োজনে সংগৃহীত জড়বস্তুসমূহের অধীনস্থ হয়ে চলতে না হয় তার জন্য বিবিধ পদ্ধতি উপায় কৌশল অবলম্বনপূর্বক সচেতন সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলত। এছাড়া সমত্ব উদারতা একতা শান্তি অখণ্ডতা জড়বস্তু এনে দিতে পারে কি? পারে না, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর সর্বব্যাপী চিৎ পরম আত্মার অনুভব ও পর্যবেক্ষণেই প্রকৃতপক্ষে চিরন্তন সমত্ব উদারতা একতা অখণ্ডতা অভেদ ভাবনার জাগরণ হয়। সর্বব্যাপী অবিনাশী চেতনের অনুভব ও পর্যবেক্ষণ নিমিত্ত সাধনায় রত হওয়াই ধর্মপথে পদার্পণ। তাই একতা সমত্বের খোঁজেও ধর্মপথে পদার্পণের মধ্যে দিয়ে ধর্ম রহস্য উন্মোচনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নচেৎ ভণ্ড উদারতা সমত্ব একতা শান্তি ধর্মনিরপেক্ষতা দেখানোর অর্থ জীবনের বিবর্তনের

যে উচ্চতর সম্ভাবনা রয়েছে সে পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশের অন্তর্মুখী যাত্রা পথ অর্থাৎ ধর্মপথ থেকে সরে গিয়ে জীবনের জীবনস্বরূপ সর্বব্যাপী চিৎ রূপ অস্তিত্বের স্বরূপ পর্যবেক্ষণ ও অনুভব থেকে বঞ্চিত হয়ে জড় বুদ্ধি মনের অধীনস্থ হয়ে থাকা আর তা নিশ্চয়ই প্রগতিশীলতার পরিচয় হতে পারে না। তাছাড়া যদি ভারতবর্ষের সন্ততি হয়ে ধর্মপথে পদার্পণ না করে ধর্ম রহস্য উন্মোচনের মধ্যে দিয়ে জীবনের বিবর্তনের উচ্চতর সম্ভাবনার জাগরণ না ঘটিয়ে ভণ্ড প্রগতিশীলতা ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজা উড়াই তাহলে তার থেকে দুর্দশা কি বা হতে পারে। জীবনের বিবর্তনের উচ্চতর সম্ভাবনায় (যা 'স্বর্গ'[ক] এবং 'ব্রহ্ম'[খ] নামে পরিচিতি পেয়েছে) বিকাশ নিমিত্ত যে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি জ্ঞান বিজ্ঞানের গৌরবময় ঐতিহ্য ও পরম্পরার পরিচয় রয়েছে তা আজও পুনরুত্থান সম্ভব যদি প্রত্যেক ভারতবাসী, যে, যে অবস্থায় রয়েছে সেই অবস্থাতেই অন্তর্মুখী হয়ে ধর্মপথে পদার্পণ করে ধর্মপ্রাণ হয়ে জীবনের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাবতীয় কর্মকাণ্ড -সংস্কৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিবিধ বিদ্যার বিকাশে মনোনিবেশ করলেই তা সম্ভব। ভারতীয় সভ্যতা চেতন আধারে আধারিত তাই চেতনমুখী বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই যথার্থ উন্নতি সম্ভব।

এখন দেখা যাক সনাতন অবিনাশী সর্বব্যাপী চিৎ আধারে আধারিত ভারতীয় শাস্ত্র সমূহে এই চিৎ ধর্ম রহস্য উন্মোচনের পথ অর্থাৎ চেতনমুখী জীবনের বিবর্তনের যাত্রাপথ যা চেতন রূপ ধর্মপথও বটে তা কিরূপে বিচারিত হয়েছে এবং কি রূপে ব্যক্ত হয়েছে? প্রথমেই বলা যায় ধর্ম শব্দটির দুই ভাবে ব্যুৎপত্তি নিষ্পন্ন হয়। ধৃ ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে মন্ প্রত্যয় করে যা ধৃত হয় সেই অর্থে আর ধৃ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে মন্ প্রত্যয় করে যে শক্তি স্বরূপ গুণ দ্বারা যা কিছু ধৃত সেই অর্থে। বেদে ব্যুৎপত্তিগত এই দুই অর্থে ধর্ম শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অমর কোষে বলা হয়েছে— "বৃষ-শ্রেয়স্ -সুকৃত - পুন্যের নাম ধর্ম"।[1] সেখানে আরো বলা হয়েছে "ঋক্, সাম, যজুঃ, এই তিন বেদের বিহিত যজ্ঞাদির নাম ত্রয়ীধর্ম্ম"।[2] আর "পুণ্য, যম অর্থাৎ শরীরসাধনাপেক্ষ কর্ম, ন্যায়, স্বভাব, আচার, সোমপানকর্ত্তা ধর্ম নামে অভিহিত"।[3] বেদ শাস্ত্রে যজ্ঞই ধর্ম। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সুক্তের ৫০ মন্ত্রে স্পষ্ট বলা হয়েছে "দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা অর্থাৎ পশুরূপ অগ্নির দ্বারা অগ্নিদেবতার যজ্ঞ করেছেন, কারণ এটাই প্রথম ধর্ম"।[4] আচার্য যাস্কও নিরুক্তে বলেছেন— ধর্ম যজ্ঞেরই নাম। যজ্ঞ কি? সে বিষয়ে নিরুক্তকারগণ বলেছেন– "যজ্ঞ শব্দের অর্থ যজনক্রিয়া"।[5] "যাচ্ঞেগা ভবতীতি বা" এইরূপও যজ্ঞ শব্দের নির্বচন হয়। 'যাচ্ঞাবিশিষ্ট অর্থাৎ যাতে যাচ্ঞা আছে। যজ্ঞে অন্ন অর্থ প্রভৃতি অভীষ্ট বস্তুর যাচ্ঞা আছে'।[6] চেতন আধারে আধারিত স্বর্গ রূপ জীবনের বিবর্তনের উচ্চতর সম্ভাবনায় বিবর্তন নিমিত্ত যজনক্রিয়া অর্থাৎ যাচ্ঞাবিশিষ্ট যজ্ঞকর্মসমূহ নিষ্পন্ন হত। এই যজ্ঞ রূপ ধর্মের বিচার হয়েছে জৈমিনি রচিত মীমাংসাসূত্রে। "অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা" এই প্রারম্ভিক সূত্রে জৈমিনি জ্ঞাপন করেছেন যে বেদ অধ্যয়নের পর ধর্ম জিজ্ঞাসা কর্তব্য। আর ধর্ম জিজ্ঞাসার অর্থ বেদার্থবিচার। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে— 'অর্থকামেষ্বসক্তানাং ধর্মজ্ঞানং বিধীয়তে। ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ'॥২.১৩॥ অর্থাৎ 'ধর্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের কাছে বেদই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এখন প্রশ্ন জীব কেনই বা ধর্ম বিষয়ে বিচার করবে? ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বিধ পুরুষার্থ। ধর্ম পুরুষের(লিঙ্গ পুরুষ নয়) প্রয়োজন যেহেতু ধর্ম শ্রেয়ঃসাধন অর্থাৎ পুরুষার্থ লাভের উপায়। সকল সম্প্রদায় ধর্মকে স্বীকার করে অর্থাৎ প্রসিদ্ধ। অথচ ধর্ম বিষয়ে সংশয় রয়েছে কেউ বলেন চৈত্যবন্দনাদিই ধর্ম, আবার কেই বলেন যাগাদিই ধর্ম সুতরাং প্রসিদ্ধ সন্দিগ্ধ ধর্ম বিষয়ে জ্ঞানলাভ করার জন্য বিচার শাস্ত্র তথা বিচারের প্রয়োজন। জৈমিনি "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" এই সূত্রে ধর্মের লক্ষণ জ্ঞাপন করেছেন। চোদনার অর্থ প্রবর্তনা বিধায়ক অথবা নিবর্তনা বিধায়ক বেদবাক্য। এই সূত্র দ্বারা ধর্মের লক্ষণ বা স্বরূপ এবং চোদনার প্রামাণ্য উভয় প্রতিজ্ঞাত হয়। বার্ত্তিককার শ্রীমৎ কুমারিলভট্টপাদ ধর্ম বিষয়ে বলেছেন— 'যে কর্ম ফল দ্বারাও অনর্থানুবন্ধী হয় না, কিন্তু যাহা কেবলমাত্র প্রীতিরই হেতু হইয়া থাকে, তাহাই ধর্ম্ম'।[7] মহর্ষি কণাদ বলেছেন— যতো

অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ (বৈঃ দঃ ১।২)— যাহা হইতে ইহলোক ও পরলোকে ঐশ্বর্য্যাদি প্রাপ্তি ও মোক্ষলাভ হয়, তাহাই ধর্ম্ম।

অবশ্য কঠোপনিষদে স্পষ্টতঃ আত্মাই সূক্ষ্মধর্মরূপে জ্ঞাপিত হয়েছে।[৭] আত্মাই শ্রেয়ঃ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তৃতীয়াধ্যায়ে ৪২ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে— 'স্থূল শরীর থেকে ইন্দ্রিয়াদি শ্রেয়ঃ, ইন্দ্রিয়াদি থেকে মন শ্রেয়ঃ, মন থেকে বুদ্ধি শ্রেয়ঃ, বুদ্ধি থেকে আত্মা শ্রেয়ঃ'।[8] অনন্ত অবিনাশী সর্বব্যাপী পরমাত্মাতেই মনুষ্যত্বের স্থিতি বা উদ্দেশ্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে নবম শ্লোকে আরও স্পষ্ট বলা হয়েছে 'যজ্ঞার্থে অর্থাৎ অবিনাশী চিৎ রূপ পরমাত্মার উদ্দেশ্যে নিষ্পন্ন কর্ম জীবের বন্ধনের কারণ হয় না'।[9] সুতরাং শুধুমাত্র জড় মন বুদ্ধির বশীভূত হয়ে কর্ম করেছ তো মরেছো, সর্বব্যাপী অবিনাশী চিৎ আত্মায় বিশ্বাসে ভক্তিতে শ্রবণে মননে নিদিধ্যাসনে সমর্পণরত বা অভ্যাসরত বা অনুসন্ধানরত হয়ে অর্থ ইত্যাদি অভীষ্ট প্রয়োজনে কর্ম নিষ্পন্ন করাই ধর্ম তা যজ্ঞও বটে। বৃহদারণ্যকোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে সপ্তম ব্রাহ্মণে এই সর্বব্যাপী আত্মা রূপ সূক্ষ্ম ধর্ম বিষয়ে বলা হচ্ছে— 'যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত ও পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ এবং পৃথিবী যাহাকে জানে না; পৃথিবী যাহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে পরিচালিত করিতেছেন; তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত অবিনাশী অন্তর্যামী আত্মা'।[10] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৬১ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন— 'ঈশ্বর প্রাণিসমূহের হৃদয়ে বাস করিয়া মায়া দ্বারা যন্ত্রারূঢ় কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন'।[11] মহাভারতের বনপর্বে দ্বাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের ১১৬ সংখ্যক শ্লোকে পথ কি? ধর্মরাজ যক্ষের এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেন— 'তর্কের স্থিরতা নাই, বেদ সকল ও স্মৃতিসমূহ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, মুনিও একজন নহেন, তাঁহাদের মতও বিভিন্ন (অথবা) মুনিও একজন নহেন যে, তাঁহার মতই একমাত্র প্রামাণ্য। আর ধর্মের তত্ত্ব জ্ঞানগুহায় বিলীন হইয়াছে; অতএব মহাজন যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথই পথ'।[12] সুতরাং ধর্ম রহস্যের উন্মোচন মহাজনদের পথ ধরে অন্তর্মুখী অভিযানে হৃদয়স্থিত জ্ঞানগুহাতেই সম্ভব যেখানে পরিদৃশ্যমান নশ্বর জগৎ সংসার ও যাবতীয় তত্ত্ব তথা ধর্মতত্ত্ব বিলীন হয়ে যায়। উপনিষদে যা থেকে শাস্ত্রসমূহ ইত্যাদি যাবতীয় তত্ত্ব নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত নির্গত হয়[13] আবার যে আধারে সব বিলীন হয়ে যায় সেই অবিনাশী আত্মাই সূক্ষ্ম ধর্ম রূপে প্রতিপন্ন হয়েছে কিন্তু ন্যায় বৈশেষিক দর্শন মতে ২৪টি গুণ পদার্থের মধ্যে ২২ সংখ্যক গুণ ধর্ম, ২৩ সংখ্যক গুণ অধর্ম যা আত্মায় উৎপন্ন হয়। তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট বলেছেন— 'বেদ বিহিত কর্মানুষ্ঠানের ফলে আত্মাতে যে গুণ উৎপন্ন হয়, তাকে ধর্ম বলা হয়'।[14]

'বেদে যে সকল কর্ম নিষিদ্ধ হয়েছে, সে সকল কর্মের অনুষ্ঠান করলে আত্মাতে যে গুণ উৎপন্ন হয় তার নাম অধর্ম'।[15] মনুসংহিতাকার মনু দ্বাদশ অধ্যায়ের ১০৬ সংখ্যক শ্লোকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন— 'বেদোক্ত ধর্ম উপদেশ সমূহ যে বেদশাস্ত্রের অবিরোধী বা অনুকূল তর্কের সাহায্যে অনুসন্ধান করেন বা নিরূপণ করেন তিনিই বেদের ধর্ম অবগত হন অর্থাৎ তার নিকট ধর্ম রহস্য উন্মোচিত হয়'।[16] অবশ্য তাকে প্রত্যক্ষ অনুমান শাস্ত্র এবং নানাপ্রকার বিধিনিষেধ যুক্ত স্মৃতি প্রভৃতি এই তিন প্রমাণ সম্যকভাবে জানা প্রয়োজন ধর্মের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত অবগত হতে মনু এমনই বলেছেন মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ১০৫ সংখ্যক শ্লোকে।[17] বেদান্তে দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক ও "তত্ত্বমসি"(ছাঃ ৬।৮।৭) অর্থাৎ 'তুমি সেই ব্রহ্ম' বাক্যার্থ বিচার দ্বারা হৃদয়স্থিত ধর্ম রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক কি? 'জগৎময় যে রূপ যা দেখছি তা দৃশ্য বস্তু, দেহও বাহ্য বিষয়ের ন্যায় দেখি আর দেহ আর এই দৃশ্য জগৎ দেখছি চক্ষু দ্বারা সুতরাং চক্ষু দ্রষ্টা; কিন্তু চক্ষু আবার দৃশ্য বস্তু, মন তার দ্রষ্টা কারণ মন সচেষ্ট থাকলে নেত্র আছে ও কার্যে প্রবৃত্ত হচ্ছে বুঝতে পারা যায়। আবার মন বা মনোবৃত্তিসমূহ দৃশ্য, সাক্ষী বা কুটস্থচৈতন্য দ্রষ্টা বা প্রকাশক। সেই সাক্ষী বা কূটস্থচৈতন্য কিন্তু দ্রষ্টাই থাকে, কখনো কারও দৃশ্য হয় না'।[18] সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণে ত্রিগুণাত্মক জগতের সববস্তুই ত্রিগুণাত্মক তবে শরীরী জীবে যে গুণের আধিক্য থাকে সেই গুণ

অনুসারে ধর্ম ও ক্রিয়া প্রকটিত হয় অর্থাৎ জীব সেইরূপ স্বভাব[19] প্রাপ্ত হয় তা তার স্বধর্মও বটে। এই ত্রিগুণ থেকে মুক্ত হওয়ার নিমিত্ত অর্থাৎ কূটস্থচৈতন্যস্বরূপে জীবনের বিবর্তন নিমিত্ত যা কিছু আচার সংস্কার সাধনা উপাসনা নিত্য নৈমিত্তিক বিবিধ কর্ম সবই ধর্মও বটে। অসুস্থ পিতা মাতার সেবা করা শাস্ত্রোপদিষ্ট ধর্ম আবার একজন অধ্যাপকের অধ্যয়ন অধ্যাপনাও স্বধর্ম। কিন্তু অনেক সময় দুই বা ততোধিক শাস্ত্র উপদেশ একসাথে উপস্থিত হয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ হয়ে কর্তব্য বিমূঢ় ধর্ম সংকট উপস্থিত হয় অর্থাৎ কোন কর্তব্য বা ধর্মটি পালন করা উচিত? কোন কর্তব্য বা ধর্মটি পালন করা উচিত নয় এইরূপ ধর্ম সংকটে ত্রিগুণাতীত কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ আধারে আধারিত হয়ে নিস্ত্রৈগুণ্য হয়ে আত্মতুষ্টিতে কর্তব্য নির্ণয়ই যথার্থ হয়। মহাভারত এমন একখানা শাস্ত্র যেখানে ধর্ম সংকটে করণীয় কর্তব্য বা ধর্মের বিস্তৃত বিচার উত্থাপিত হয়েছে বিবিধ উপাখ্যান ও কাহিনী, ইতিহাস উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে।

যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের কুল রক্ষা জনিত কুলধর্ম পালন ও তাঁর স্বধর্ম পালন করার কর্তব্য একসাথে উপস্থিত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ধর্ম সংকট উপস্থিত হয় তখন কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ত্রিগুণাতীত নিস্ত্রৈগুণ্য স্বরূপ হয়ে যুদ্ধ করার উপদেশ দিয়েছেন।[20] মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১২ সংখ্যক শ্লোকেও স্পষ্ট বলা হয়েছে— বেদ, স্মৃতি, সদাচার, শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্মগুলির মধ্যে যে কর্ম অনুষ্ঠানে নিজের আত্মতুষ্টি হয় —এই চারটি ধর্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ।[21] মনুসংহিতায় আরও বলা হয়েছে— 'অহিংসা সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ —এই চারটি, বর্ণ জাতি নির্বিশেষে সকলের পালনীয় ধর্ম'— "অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। এতং সামাসিকং ধর্মং চাতুর্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ"।।১০.৬৩।। আবার মনু চার আশ্রমের সকল মনুষ্যকে ১০টি অবশ্যপালনীয় ধর্মের নির্দেশ দিয়ে সেগুলিকে ধর্মের লক্ষণ বলেছেন— ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম, ধী, বিদ্যা, সত্য ও ক্রোধহীনতা।[22] এই দশটি ধর্ম অধ্যয়নপূর্বক পালন দ্বারা ত্রিগুণাত্মক বৈতরণী পার করে ত্রিগুণাত্মক স্বভাব থেকে মুক্ত হলেই ত্রিগুণাতীত কূটস্থ চৈতন্য স্বরূপ পরম গতি সাক্ষাৎ অনুভব হয় মনু তেমনই বলেছেন।[23]

ভারতীয় মনন অর্থাৎ বেদার্থ অবিরোধী যুক্তিপূর্ণ বিচার। বিচার কি? শ্রী শঙ্করাচার্য বলেছেন— 'আমি কে? এই জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইল? কেই বা ইহার কর্ত্তা ও উপাদানই বা কি? এই রূপ অনুসন্ধানের বিচার'।[ঘ] আরও বলেছেন— 'আমি অর্থাৎ আত্মা এক, অতি সূক্ষ্ম, জ্ঞাতা, সর্বসাক্ষী, নিত্য ও অব্যয়; অতএব আমিই সেই উপাদান, ইহাতে সন্দেহ নাই,-এইরূপ তত্ত্বনির্ণয়'।[ঙ] এই তত্ত্ব কেন্দ্রিক বিচার ভারতীয় ধর্ম ব্যবস্থার মূল কাণ্ডারী। সেই সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় সর্বব্যাপী অবিনাশী চিৎ ই ধর্ম তেমনি সেই চিৎমুখী সব পথ, আচার, নিয়ম, সাধন সবই ধর্ম। আর এই ধর্ম কেন্দ্রিক ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি পরম্পরা জ্ঞান বিজ্ঞান ইত্যাদি সবকিছু। সুতরাং চিৎ মুখী ধর্মপথে পদার্পণ অর্থাৎ বেদান্তযাপন ভারতীয়দের মৌলিক কর্তব্য। তাছাড়া এটা তো সত্যি মনুষ্যত্ব জাতির কামনা বাসনা তৃপ্ত হয় না। একটা কামনা বাসনা পূরণ হলে আরেকটি কামনা বাসনা এসে হাজির হয় এইরকম চলতে থাকে। আবার কোন এক কামনা বাসনা পূরণ না হলে হতাশাগ্রস্ত হতে হয়। এই দুই অবস্থা থেকে বাঁচতে ধর্ম পথে পদার্পণ জরুরী। ধর্মপথ তথা বেদান্ত যাপন সেই বস্তুকে অনুভব ও পর্যবেক্ষণ করায় যা লাভ হলে তাঁর থেকে অন্য কোন লাভ অধিক বলে মনে হয় না এবং যাবতীয় দুঃখ ইত্যাদি কঠিন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অন্তঃকরণও বিচলিত হয় না— "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে"। ঈশোপনিষদে ঋষি কর্তৃকও ধ্বনিত হয়েছে— 'ঈশা বাস্যমিদং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যাক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্'।।১।।[24] আরও বলা হয়েছে— 'শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াই শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিবে। তুমি যখন মনুষ্যত্বাভিমানী, তখন তোমার পক্ষে এমন কোন উপায় নাই, যাহাতে অশুভ কর্ম তোমাতে লিপ্ত না হইতে পারে'।[25] সুতরাং ধর্মপথে পদার্পণ অর্থাৎ বেদান্ত যাপন ছাড়া তামসিক অন্ধকারে নিম্নগামী হওয়ার পথ রোধ করার কোনও উপায় নেই। ধর্মই জীবনের

বিবর্তনের গতিকে অন্তত অসীম উর্দ্ধমুখীর পথে নিয়ে যায়।

Endnotes

1. স্যাদ্ধর্ম্মমস্ত্রিয়াং পুণ্যশ্রেয়সী সুকৃতং বৃষঃ।
2. তদ্বিধিস্তয়া বিধীয়মানো যজ্ঞাদিস্ত্রয়ীধর্ম্ম উচ্যতে।
3. ধর্ম্মাঃ পুণ্যযমন্যায়স্বভাবাচারসোমপাঃ।
4. যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।
5. যজ্ঞঃ কস্মাৎ প্রখ্যাতং যজতি কর্ম্মেতি নৈরুক্তাঃ।
6. যাচঞ্ঞা শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে ণ প্রত্যয় করে যাচঞ্ঞ শব্দের নিষ্পত্তি (পাঃ ৫/২/১০১/ দ্রষ্টব্য), নিরুক্ত-৩.১৯.১০ পৃষ্ঠা ৪৩৩ ;
7. ফলতোঽপি চ যৎ কর্ম্ম নানর্থেনানুবধ্যতে। কেবলপ্রীতিহেতুত্বাৎ তদ্ধর্ম্মত্বেন হীষ্যতে॥ ক. স্বর্গকামঃ যজেত, খ. সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ২/১; যতো বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে (তৈঃ ৩।১), অয়মাত্মা ব্রহ্ম (মাঃ ২)
8. ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।মনস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ'॥শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩.২॥
9. যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽণ্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ॥৩.৯॥;যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ৪.২৩॥
10. 'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ'। (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩.৭.৩)
11. 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া'॥১৮.৬১॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)
12. তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নৈকো ঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্।ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'॥(মহাভারত বনপর্ব ৩১৩.১১৬)
13. অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো ..... ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ ....সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি ॥৪.৫.১১॥
14. বিহিতকর্মজন্যো ধর্মঃ। গ. 'দৈবরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্মঃ'। (কঠোপনিষৎ ১.১.২১)
15. নিষিদ্ধকর্মজন্যোঽধর্মঃ।
16. আর্ষং ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাঽবিরোধিনা।যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ॥ ১২.১০৬॥
17. প্রত্যক্ষঞ্চানুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।ত্রয়ং সুবিদিতং কার্যং ধর্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥১২.১০৫॥
18. রূপং দৃশ্যং লোচনং দৃক্ তদ্দৃশ্যং দৃক্ তু মানসম্।দৃশ্যা ধীবৃত্তয়ঃ সাক্ষী দৃগেব ন তু দৃশ্যতে।(বাক্যসুধা ১) দৃক্ অর্থাৎ দ্রষ্টা।
19. সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতম্। এতদ্ব্যাপ্তিমদেতেষাং সর্বভূতাশ্রিতং বপুঃ॥১২.২৬॥
20. ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২.৪৫।
21. বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বাস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ ধর্মস্য লক্ষণম্॥২.১২ মনুসংহিতা
22. ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্"॥৬.৯২॥মনুসংহিতা
23. দশ লক্ষণানি ধর্মস্য যে বিপ্রাঃ সমধীয়তে। অধীত্য চানুবর্তন্তে তে যান্তি পরমাং গতিম্॥ ৬.৯৩॥ মনুসংহিতা।
24. দ্রষ্টব্য ঈশোপনিষদ্ — সম্পাদক, অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।
25. তদেব; ঘ॰কোঽহং কথমিদং কথমিদং জাতং কো বৈ কর্ত্তাস্য বিদ্যতে। উপাদানং কিমস্তীহ বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ। ('অহমেকো হি সূক্ষ্মশ্চ জ্ঞাতা সাক্ষী সদব্যয়ঃ। তদহং নাত্র সন্দেহো বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ॥ ('অপরোক্ষানুভূতি' ১২) ঙ॰ অহমেকো হি সূক্ষ্মশ্চ জ্ঞাতা সাক্ষী সদব্যয়ঃ। তদহং নাত্র সন্দেহো বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ।১৬'অপরোক্ষানুভূতি'।

Bibliography

- মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত; বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ পঞ্চম সংস্করণ, জুলাই ২০১১; প্রকাশক— শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার, দেব সাহিত্য কুটীর।
- গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুবাদিকা)— শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (1393); গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর।
- মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত কঠোপনিষদ্।
- বেদব্যাস, কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুদিত; মহাভারত-শান্তিপর্ব, নবম সংস্করণ; প্রকাশক— শুভপতি দত্ত, তুলি-কলম।
- মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস প্রণীত মহাভারত, শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য প্রণীত বঙ্গানুবাদ ও টীকা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী।
- মহর্ষি মনু প্রণীত মনুসংহিতা, সম্পাদনা ও অনুবাদ— অধ্যাপক ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী।
- স্বামী বিবেকানন্দ — বাণীও রচনা; প্রকাশক-স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, চতুর্থ সংস্করণ।
- শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ — অদ্বৈতবাদ; প্রথম উদ্বোধন সংস্করণ; প্রকাশক— স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ।
- স্বামী বিশ্বরূপানন্দ(অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা) বেদান্তদর্শন।
- সদানন্দযোগীন্দ্রসরস্বতী-বেদান্তসার, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য (অনুবাদ ও সম্পাদনা);তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশক -ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য।